ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায়

সরকারি বিভিন্ন সেবা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন

সৌহার্দ্য সমাযোজন

একটি ইউপিপি-উজ্জীবিত উন্নয়ন উদ্যোগ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায়

সরকারি বিভিন্ন সেবা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন

সৌহার্দ্য সমাযোজন

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায়

সরকারি বিভিন্ন সেবা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন

সৌহার্দ্য সমাযোজন

একটি ইউপিপি-উজ্জীবিত উন্নয়ন উদ্যোগ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সরকারি বিভিন্ন সেবা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন 'সৌহার্দ্য সমাযোজন'

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০১৯

উপদেশক

গোলাম তৌহিদ

এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা

সম্পাদনা

ড. একেএম নুরুজ্জামান

মোঃ আশরাফুল হক

গ্রন্থনা, সংকলন ও বিন্যাস

ডা. ফয়জুল তারিক চৌধুরী

সহযোগীতায়

মুহাম্মদ আশরাফুল আলম

প্রকাশক

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প, পিকেএসএফ।

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

ফোন: ০২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ০২-৮১৮১১৬৯, ০২-৮১৮১৬৬৪-৬৯

ফ্যাক্স: ০২-৮১৮১৬৭১, ০২-৮১৮১৬৭৮

ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org

ওয়েবসাইট: pksf-bd.org, www.facebook.com/pksf.org

অর্থায়নে- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

ডিজাইন ও মুদ্রণ

এভারগ্রীন প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং

স্বজন টাওয়ার-২, ৩ সেগুন বাগিচা, রুম-১০৫/এ

ঢাকা-১০০০।

Disclaimer:

‘সৌহার্দ্য সমাযোজন’ বিষয়ক এই পুস্তিকাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রস্তুতকৃত এবং প্রকাশিত। প্রকাশনাটি প্রস্তুত এবং প্রকাশের দায়ভার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের (পিকেএসএফ)। কোন পরিস্থিতিতেই প্রকাশনাটিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিকতা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর আর্থিক সহযোগীতায় “Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito” প্রকল্পভুক্ত ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করছে। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কার্যক্রম রাজশাহী, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের সকল ইউনিয়ন ও সমুদ্র উপকূলবর্তী লক্ষীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার সকল ইউনিয়নসহ মোট ১,৭২৪টি ইউনিয়নের মোট ৩.২৫ লক্ষ ইউপিপি ও আরইআরএমপি-২ সদস্যদের নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিকেএসএফ ৩৬টি নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অতিদরিদ্র সদস্যদের দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের এ সকল কার্যক্রমে সদস্যরা আয়বৃদ্ধিমূলক উপযুক্ত প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। প্রকল্পের বিভিন্ন ফলাফল অর্জনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যকলাপসমূহের মধ্যে সরকারি বিভিন্ন সেবাকার্যক্রমের (স্বাস্থ্য/পুষ্টি/কৃষি/মৎস অফিস) সাথে যোগাযোগ স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ৩য় সম্ভাব্য ফলাফলের আওতায় একটি কার্যক্রম হল অংশগ্রহণকারী পরিবারের তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুদের চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে যথোপযুক্ত সুবিধা সম্পন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে রেফার করা। এসব দায়িত্ব সমূহ প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল)-বৃন্দের দায়িত্বে সম্পাদিত হয়। তারা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ, কমিউনিটি ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সাথে যথাযথ যোগাযোগ রক্ষা করেন। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন সেবার সাথে সদস্যদের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি সেবাগুলোকে সদস্যদের মাঝে সহজগম্য করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এই পুস্তিকাতে স্বল্প পরিসরে প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারি বিভিন্ন সেবা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবা দানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

পিএমইউ, ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প, পিকেএসএফ।

সূচীপত্র

প্রকল্পের নির্যাস ০৬
প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংযোগ প্রক্রিয়া ০৮
কৃষি এবং প্রাণি সম্পদ কার্যালয়ের সাথে সংযোগ ০৯
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ ১০
তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের রেফারেল কার্যক্রম ১১
প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্যদের বিশেষ সহায়তা ১২
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপাত্তা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণ ১৩
চ্যালেঞ্জ সমূহ ১৪
শিখন ১৪
কেইস স্টাডি ১৬

প্রকল্প নির্যাস

“খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ-উজ্জীবিত” প্রকল্প একটি উন্নয়ন পদক্ষেপ যার কার্যক্রম বিগত নভেম্বর, ২০১৩ সালে শুরু হয়েছে এবং কার্যক্রমটির সমাপ্তি হবে আগামী এপ্রিল ২০১৯ সালে। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণের লক্ষ্য/নির্দেশনা অনুযায়ী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় দু'টি উপাদান রয়েছে যেমনঃ “গ্রামীন কর্মসংস্থান ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ পর্ব-২ (আরইআরএমপি-২) এবং অতিদরিদ্র কর্মসূচি (ইউপিপি)-উজ্জীবিত। প্রথম উপাদানটি স্থানীয় সরকার ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (এলজিইডি) বাস্তবায়ন করছে এবং দ্বিতীয় উপাদানটি বাস্তবায়ন করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)।

অতিদরিদ্র কর্মসূচি (ইউপিপি)-উজ্জীবিত প্রকল্পটি পিকেএসএফ এর অতিদরিদ্র কার্যক্রমের (বর্তমানে বুনিয়াদ কার্যক্রম হিসাবে পরিচিত) সাথে সামঞ্জস্য রেখে এমনভাবে নকশা/ডিজাইন করা হয়েছে যেন অতিদরিদ্র পরিবার তাদের আয়ের বহুমুখীকরণের জন্য তাদের অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। মূলধন প্রাপ্তির সহজ প্রবেশগম্যতার পাশাপাশি ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পটি দেশ হতে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ জীবিকা এবং খাবার-এর প্রবেশগম্যতার ওপর দরিদ্র মানুষের মাঝে সাধারণ জ্ঞান ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাংশের ২৮টি জেলাকে দরিদ্র ও নাজুক অঞ্চল হিসাবে নির্ধারণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩,২৫,০০০ জন অতিদরিদ্র পরিবারকে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির শেষে প্রকল্পটির বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনটি ফলাফল প্রাপ্তির আশা করা হচ্ছে, ফলাফলগুলি হলোঃ অতিদরিদ্র পরিবারের জীবন-মানের শোভন মান নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য ও শারীরিক সক্ষমতা নিশ্চিতকরণ এবং সংঘঠিত চরম অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর ক্ষমতায়ন এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। এ লক্ষ্যে, কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কিছু কার্যক্রমের বাস্তব প্রভাব রয়েছে, কিছু অবিচ্ছেদ্য প্রভাব রয়েছে এবং এই সকল কার্যক্রমগুলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এলজিইডি ও পিকেএসএফ পর্যায়ের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। মোট ৯৯২৮৮ অতিদরিদ্র পরিবার দক্ষতাসহ বিভিন্ন কৃষি ও অ-কৃষি সম্পর্কিত আয়ের উৎপাদনের কর্মসূচি গ্রহণ করে, এদের মধ্যে ৭১৯২৬ জন অতিদরিদ্র সদস্য এবং ২৭৩৬২জন আরইআরএমপি-২ সদস্য। ৭,৬৩,৩৮৮জন সংঘঠিত সদস্যকে সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে। অতিদরিদ্র সদস্যদের ৮৪৫৮৯৬টি পশু-পাখিকে প্রাণীসম্পদের টিকা ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট প্রদান করা হয়েছে। যথোপযুক্ত আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম স্থাপনের জন্য ৯০৯৫ জন অতিদরিদ্র পরিবারকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে, আয় উৎপাদন বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ (খামার ও অ-খামার উভয়) পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামাজিক বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল)-দের মাধ্যমে পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৭,৭৩০ জন গর্ভবতী মহিলা, ৮৫,৮৫৬ জন দুগ্ধদানকারী মা, ০- ২৩ মাস বয়সী ১,৩১,৮৪৮ জন শিশু, ২৪-৫৯ মাস বয়সী ১,১১,০৬৪ জন শিশুকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়েছে, ৫০৬ জন গর্ভবতী মহিলাকে সিজারিয়ান প্রসবের জন্য অর্থ সহায়তা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতার জন্য ৬৪৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৭৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উজ্জীবিত ফোরাম ও পুষ্টি কর্ণার গঠন করা হয়েছে, ২,৩৮,৭০০ জনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে, ৭৭৮ টি পুষ্টিগ্রাম উন্নয়ন করে প্রায় ২,০১৬০৬টি ফলদ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে এবং ১,১২,৯৫৫ টি পরিবারে সঠিকভাবে হাতধোয়ার জন্য টিপিট্যাপ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রকল্পের অধীনে কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ সারণি-১ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

ফলাফল	কার্যক্রম	
ফলাফল-১	১.১	অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে অর্ন্তভুক্তকরণ
১,০০,০০০ অংশগ্রহনকারী	১.২	অতিদরিদ্র সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি
নারী এবং তাদের	১.৩	সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তি সংক্রান্ত আঙ্গিনা বৈঠক আয়োজন
পরিবারের বসবাসের একটি	১.৪	কৃষি প্রযুক্তি সংক্রান্ত ধারণা প্রদানের জন্য বাড়ী পরিদর্শণ
শালীন মান ভোগ করার	১.৫	দুই দিন ব্যাপী কৃষিজ প্রশিক্ষণ
উপায় আছে	১.৬	১২-৩০ দিন ব্যাপী অকৃষিজ প্রশিক্ষণ
	১.৭	৩ মাস ব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ
	১.৮	আধা-বাণিজ্যিক সবজি খামার স্থাপন
	১.৯	প্রাণীসম্পদের টিকা ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট/বড়ি প্রদান
	১.১০	ক্লাষ্টার স্থাপন ও কেঁচো সার উৎপাদন গ্রাম
	১.১১	সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের (কৃষি/মৎস অফিস) সাথে যোগাযোগ স্থাপন
	১.১২	অতিনাজুক সদস্যদের জন্য ন্যূনতম সমর্থন প্রদান (অনুদান)
	১.১৩	উজ্জীবিত আদর্শ বাড়ী স্থাপন (উজ্জীবিত বাড়ী)
ফলাফল ২	২.১	স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও হাইজিন বিষয়ে উঠান বৈঠক
পুষ্টি বিষয়ে	২.২	মা ও শিশুর ১০০০ দিনের নিবিড় স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রদান
নিয়মিত পরামর্শ/সচেতনতা	২.৩	২৩-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের গ্রোথ মনিটরিং
বৃদ্ধি, বসতবাড়িতে সবজি	২.৪	তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুদের রেফারেল পরিষেবা প্রদান
উৎপাদন এবং ৩২৫০০০	২.৫	পুষ্টিগ্রাম উন্নয়ন
পরিবারের স্বাস্থ্যবিধি	২.৬	বসতবাড়ীতে সবজি চাষের জন্য সবজি বীজ বিতরণ
সম্পর্কে সচেতন করা	২.৭	স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন
	২.৮	সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব স্থাপন
	২.৯	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফোরাম ও পুষ্টি কর্ণার স্থাপন
	২.১০	প্রাথমিক বিদ্যালয় ফোরাম ও পুষ্টি কর্ণার স্থাপন
	২.১১	রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্প আয়োজন
	২.১২	স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন
	২.১৩	নিরাপদ প্রসব, তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশু এবং জটিল রোগের চিকিৎসা সহায়তা
	২.১৪	সঠিকভাবে হাতধোয়ার জন্য *টিপিট্যাপ* পদ্ধতির ব্যবহার
	২.১৫	প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সেবা প্রদান
ফলাফল ৩	৩.১	উঠান বৈঠক আয়োজন (বিভিন্ন সামাজিক বিষয় আলোচনা)
লক্ষ্যভুক্ত ৩২৫০০০ নারী ও তাদের পরিবারের	৩.২	ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সেফনিনেট সার্ভিস প্রদানের জন্য যোগ্য পরিবার বাছাইকরণ
ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা	৩.৩	প্রাইমারি পর্যায়ের ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে পুনরায় স্কুলে ফেরত পাঠানো
	৩.৪	দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য ঝুঁকি তহবিল প্রদান
	৩.৫	কমিউনিটি ইভেন্ট বাস্তবায়ন

প্রকল্পের বিভিন্ন ফলাফল অর্জনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের (স্বাস্থ্য/পুষ্টি/কৃষি/মৎস অফিস) সাথে যোগাযোগ স্থাপন একটি গুরুত্ব কার্যক্রম যা সরাসরি ফলাফল ১, ফলাফল ২ এবং ফলাফল ৩ অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন সেবার সাথে সদস্যদের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি সেবাগুলোকে সদস্যদের মাঝে সহজগম্য করা হয়। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবার সাথে সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল এবং টেকনিক্যালরা) প্রতিমাসে কমপক্ষে ১ বার সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সদস্যদেরকে সরকারি বিভিন্ন পরিসেবা সম্পর্কে অবগত করে থাকেন। প্রকল্পের আওতায় প্রতি মাসে কমপক্ষে ৪৫০টি বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ প্রক্রিয়া:

ক্র নং	কার্যক্রম	সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ	এ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম
১	কৃষিজ প্রশিক্ষণ	উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	৪০০০ ব্যাচ কৃষিজ প্রশিক্ষণ
২	কমিউনিটি ইভেন্টস	সিভিল সার্জনের কার্য্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক	১০৫৩ টি
৩	প্রাণিসম্পদে টিকা প্রদান কর্মসূচী	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	সংযোগ স্থাপন
৪	সবজি বীজ বিতরণ কর্মসূচী	উপজেলা কৃষি অফিস	সংযোগ স্থাপন
৫	অতিমাত্রায় অসহায় ও প্রতিবন্ধি পরিবারে ঝুঁকি ভাতা প্রদান	উপজেলা সমাজসেবা অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্য্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ	৩৯৬২ টি পরিবার

কৃষি এবং প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সাথে সংযোগ

প্রকল্পভুক্ত এলাকায় উপজেলা পর্যায়ে সরকারি সেবা প্রদানকারী বিভাগ বিশেষ করে কৃষি-প্রাণি সম্পদ-মৎস্য বিভাগের সাথে অতিদরিদ্র সদস্যদের সরকারি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে সংযোগ স্থাপনের করা হয়েছে। কারণ অধিকাংশ অতিদরিদ্র সদস্যদের পারিবারিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে এরকম সরকারি সেবা গ্রহণ সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণা নেই। এমনকি প্রকল্প এলাকায় অনেক অতিদরিদ্র সদস্য সরকারি সেবাসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কারণে সরকারি প্রদত্ত সেবা প্রাপ্তিতে তাদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে পারে না। যেমন প্রাণিসম্পদে কৃমিনাশক প্রদান ও টিকা প্রদান কর্মসূচিতে সদস্যদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, মাঠ পর্যায়ে কৃষি কর্মকাণ্ডের নতুন প্রযুক্তির সম্প্রসারণে সদস্যদের মাঝে ডেমন্সট্রেশন প্লট বাস্তবায়ন, প্রয়োজনীয় সার প্রাপ্তিতে সদস্যদের সহযোগিতাকরণ ইত্যাদি। এ কারণে প্রকল্প শুরু হতে কর্ম এলাকায় বাস্তবায়িত ৪০০০ ব্যাচ কৃষিজ প্রশিক্ষণে উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা যথা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ও মৎস কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনার জন্য নিয়মিতভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে উজ্জীবিত সমিতির সদস্যদের সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা ও নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।

উপজেলা স্বাস্থ্য সেবা ও স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন

উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ অতিদরিদ্র সদস্য উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আসতে সক্ষম হচ্ছে না। এক্ষেত্রে, দুর্গম অঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সরকারের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক সবচেয়ে নিচের স্তরের। একটি কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতায় প্রায় ৬০০০ জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়, যারা সর্বোচ্চ ৩০ মিনিটের হাঁটার দূরত্বে বসবাস করে। কমিউনিটি ক্লিনিকের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের অবহিত করার জন্য সেপ্টেম্বর,২০১৮ পর্যন্ত ১০৫৩টি কমিউ-নিটি ইভেন্টস এর আয়োজন করা হয়েছে। এই ইভেন্টসগুলোতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে যৌথভাবে প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক এর মাধ্যমে সদস্যরা যে অতি সহজেই স্বাস্থ্য পাবে সে বিষয়ে প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের অবহিত করা হয়। বিশেষ করে, প্রোগ্রাম অফিসার (সোস্যাল)-গণ প্রকল্প এলাকার সকল কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, যাতে উজ্জীবিত প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। স্বাস্থ্য সহকারীর মাধ্যমে অতিদরিদ্র ও আরইআরএমপি-২ সদস্যদের চিহ্নিত করে তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার সোশ্যালরা স্বাস্থ্য বিষয়ক সরকারের বিভিন্ন প্রোগ্রাম/ ক্যাম্পেইন (ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন, মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ)-এর কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ

বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ৮৩০ জন এবং বছরে প্রায় ৩ লক্ষ ৩ হাজার মা গর্ভজনিত এবং সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। এর মধ্যে ৯৯% মা মারা যায় উন্নয়নশীল দেশেগুলোতে (WHO, 2018)। বাংলাদেশে ১৭৬ জন মা (প্রতি লাখে) অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ১৫ জন এবং বছরে ৫,২০০ মা মারা যায় (UNFPA, 2017)। বর্তমানে দেশে ৫ বছরের নীচে ৪৬ জন শিশু (প্রতিহাজারে) মারা যায় এবং কয়েক লক্ষ শিশু বিভিন্ন ধরনের জটিলতায় ভুগে। দেশে ৫ বছর বয়সের নীচে শিশু অপুষ্টির হার অনেক বেশী যা বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম ৩৬%(ষ্টান্টিং), বয়সের তুলনায় ওজন কম ৩৩%(আন্ডার ওয়েট) এবং উচ্চতার তুলনায় কম ওজন ১৪%(ওয়াষ্টিং) (বিডিএইচএস, ২০১৪)। অথচ এসকল মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু এবং রোগব্যাধী প্রতিরোধযোগ্য। সরকারিভাবে দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় পুষ্টি পরিষদের আওতায় জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান সারাদেশে বাস্তবায়িত সরকারি ও বেসরকারি পুষ্টি কার্যক্রমের কারিগরিসেবা, গাইডলাইন এবং সমন্বয় করে থাকে। তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের নিবিড় সেবা প্রদানের জন্য সারাদেশের সকল হাসপাতালে স্যাম কর্ণারে কারিগরি সেবা প্রদান করে থাকে। পুষ্টি সেবা প্রদানের জন্য সরকারিভাবে দেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, জেলা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি কর্ণার করা হয়েছে 'সমন্বিত অসুস্থ শিশু ব্যবস্থাপনা ও পুষ্টি কর্ণার' (Integrated Management of Child Illness and Nutrition Corner) নামে। শিশুদের জন্য 'Infant and Young Child Feeding (IYCF)' নামে একটি গাইড লাইন তৈরী করা হয়েছে। এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এর নেতৃত্বে 'IYCF Alliance' নামে একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়েছে, যার সদস্য হিসেবে পিকেএসএফ কাজ করছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ এর প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট থেকে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এর সাথে যোগাযোগ করে পুষ্টি সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এবং সহযোগী সংস্থা থেকে প্রকল্প এলাকার সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং জেলা পুষ্টি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। তারা বিভিন্ন সময় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছে। ফলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা বাস্তবায়নে আরো সহজতর হয়।

প্রকল্প এলাকায় প্রোগ্রাম অফিসার স্যোশালগণ (প্যারামেডিক) প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সেবা এবং পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সর্বমোট ৩,২২,৩৬৭ টি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে দলীয় অলোচনা সভা করা হয়েছে, ৬৭,৭৩০ জন গর্ভবতী মহিলা, ৮৫,৮৫৬ জন দুগ্ধদানকারী মা, ০- ২৩ মাস বয়সী ১,৩১,৮৪৮ জন শিশু, ২৪-৫৯ মাস বয়সী ১,১১,০৬৪ জন শিশুকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়েছে। ৫০৬ জন গর্ভবতী মহিলাকে সিজারিয়ান প্রসবের জন্য অর্থ সহায়তা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতার জন্য ৬৪৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও ৭৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি ফোরাম ও পুষ্টি কর্ণার গঠন করা হয়েছে। প্রায় ২,৩৮,৭০০ জনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে, ১,১২,৯৫৫টি পরিবারে সঠিকভাবে হাতধোয়ার জন্য টিপিটেপ পদ্ধতির ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে যেহেতু প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের কোন ধরনের ঔষধ এবং জটিল রোগের সেবা প্রদান করা হয়না বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের আয়রণ ফলিক এসিড ও ক্যালসিয়াম বড়ি প্রদান করা হয় না, তাই স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক এর সাথে সংযোগ স্থাপন করে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রকল্প এলাকায় মোট ২৯২টি কমিউনিটি ক্লিনিক এর সাথে সভা করা হয়েছে, যেখানে কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা কমিটি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের রেফারেল কার্যক্রম

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৫ বছরের নিচের শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ অপুষ্টি। বাংলাদেশে প্রায় ৬ লক্ষ শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। বাংলাদেশ সরকার তীব্র অপুষ্টিআক্রান্ত শিশুদের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জাতীয় গাইডলাইন করেছে এবং মেডিকেল কলেজসহ জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুদের সেবা প্রদান করার জন্য 'স্যাম কর্ণার' স্থাপন করেছে, যেখানে নিবিড়ভাবে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয়। প্রোগাম অফিসার সোশ্যালগণ তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সনাক্ত করে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে রেফার করেন। মাঝারি অপুষ্টিতে আক্রান্ত ০- ৫৯ মাস বয়সী ১৫,১৩০ জন শিশুকে পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত ৪,০৫১ জন শিশুকে চিহ্নিত করে রেফার করা হয়েছে, এর মধ্যে ১৫০৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সেবা গ্রহন করেছে। এছাড়া ১২,০২৪ জন তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধদানকারী মাকে রেফার করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্যদের বিশেষ সহায়তা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অক্ষমতার কারণে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্যদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুর্দশা লাঘবে বিভিন্ন সহায়তা (পরামর্শ প্রদান, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা) প্রদান করা হচ্ছে। অর্থবছরের বাজেটে তাদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়। বাংলাদেশ সরকারের অধীনে সমাজ সেবা অধিদপ্তর এর আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে, প্রোগ্রাম অফিসারগণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুতকরণে উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারদের সহায়তা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ৪৫৪১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপাত্তা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণ

সামাজিক নিরাপাত্তা কার্যক্রমের নিয়ম অনুসারে সঠিক পরিবারকে নির্বাচন করার জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। অনেক অনগ্রসর পরিবারকে পাওয়া যাচ্ছে যারা সরকারের সামজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু এখনও কোন রকম সুবিধা পায় নাই। প্রোগ্রাম অফিসারগণ এ সকল পরিবারকে খুঁজে বের করে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংযোগ করে দিচ্ছে। প্রকল্পের আওতার বাইরে বাস্তবতার নিরীক্ষে অতিদরিদ্র সদস্যদের জন্য অতিরিক্ত কিছু করার চেষ্টা করা হচ্ছে যার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রচার ও কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে বেশ কিছু অতিদরিদ্র সদস্যকে সরকারি বিভিন্ন সামাজিক নিরাপাত্তা কার্যক্রম ও অন্যান্য সুবিধার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও ইউনিয়ন পরিষদের উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সমন্বয় করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। প্রতিবন্ধী মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রতিবন্ধী সদস্যদের সফলভাবে সামাজিক নিরাপাত্তা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ সমূহ

- সরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে সংযোগ স্থাপনে প্রকল্পে বাজেট এর স্বল্পতা।
- পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব।
- তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত রেফারেলকৃত শিশুর পূর্ণাঙ্গ ট্রিটমেন্ট সুসম্পন্ন করা।
- রেফারকৃত প্রতিবন্ধিদের সরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- অতিদরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ১ম সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে রেফারকৃত দপ্তরে সরকারি ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

শিখন

প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি বিভিন্ন সেবা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবা দানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন হতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত শিখন আগামীতে এ জাতীয় প্রকল্পের কার্যক্রম আরো দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

- সরকারি কৃষি ও প্রাণি সম্পদ বিভাগ হতে সদস্যরা বিভিন্ন সহযোগীতা পাচ্ছেন।
- প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল)-গণ জাতীয়ভাবে উদযাপিত ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন এবং বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২৮টি জেলাতে প্রোগ্রাম অফিসারগণ বিভিন্ন দিবসের ইভেন্টগুলোর সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহনের মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মাধ্যমে অতিদরিদ্র সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

- প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নরত কর্মকর্তাদের সাথে কমিউনিটি, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা ও সেবাদানকারীদের একটি কার্যকর কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।
- প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল)-গণ নিয়মিতভাবে ৫ বছরের নিচের শিশুদের ওজন, উচ্চতা ও মুয়াক পরিমাপের মাধ্যমে বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে তীব্র ও মাঝারি অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুকে সনাক্ত করছে। তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুকে নিকটস্থ হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে যেখানে স্যাম কর্ণার রয়েছে।
- সদস্যদের মধ্যে সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন ও খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বসত বাড়ি অথবা অল্প পরিমাণ জমি বন্ধক নিয়ে চাষ করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সদস্যরা এলাকার খাস বা সরকারি জমি ব্যবহার করছে। অনেক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তিত এলাকার সদস্যরা চাষ আবাদের ধরণ পরিবর্তন করে জলবায়ু সহনশীল জাতের চাষ করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কিছু কিছু সামদ্রিক এলাকায় বস্তায় সবজি চাষ করা হচ্ছে।
- অতিদরিদ্র সদস্যদের পরিবারের গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা ও কিশোরীদের মধ্যে আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট গ্রহণ করার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে।
- কমিউনিটি ইভেন্টস আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্তকরণ এবং তাদেরকে সামাজিক ইস্যু ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এছাড়া এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু সমাধান এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি পুষ্টি সচেতনতা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়। সাধারণত কমিউনিটি ইভেন্টস-এর আওতায় বিভিন্ন দিবসের তাৎপর্যের সাথে সঙ্গতি রেখে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রকল্পের সদস্যদের সম্পৃক্ত তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দিবস যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, বিশ্ব নারী দিবস, বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস, বিশ্ব টিকা দিবস ইত্যাদি পালন করে থাকে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩০৭টি কমিউনিটি ইভেন্টস আয়োজন করা হয়েছে।

কেইস ষ্টাডি

চিকিৎসা সেবা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। সুস্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করা অপরিহার্য। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সচেতনতার অভাবে দরিদ্র জনসাধারণ প্রায়শই যথাযথ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। চিকিৎসা সেবার প্রাপ্যতা সম্পর্কে তারা সচেতন নন। বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে অনেক সেবা পাওয়া যায়। শুধুমাত্র তথ্যের অভাবে তারা পরিসেবাগুলো গ্রহণ করতে পারে না। ফলে যথোপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে বহু জীবন ঝরে যায়। এ প্রেক্ষিতে দরিদ্র সদস্যদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, সরকারের সুবিধাদি প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সংযুক্তকরণে জেলায় ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ‘ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন’একটি ফ্রি স্বাস্থ্য সেবা ও রক্ত গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পের আয়োজন করে। চারঘাট উপজেলার চেয়ারম্যান ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। উক্ত ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় ২৫০ জন গরীব মানুষ স্বাস্থ্য ও ওষুধ সুবিধা গ্রহণ করেছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ০২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ০২-৮১৮১১৬৯, ০২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ০২-৮১৮১৬৭১, ০২-৮১৮১৬৭৮ ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: pksf-bd.org, www.facebook.com/pksf.org